দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 MAR 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

48

শিক্ষাঙ্গন

রামপুরা একরামুন্নেছা উচ্চ বালক বিদ্যালয়

গুলশান মেট্রোপলিটন থানার অন্তর্গত রামপুরা একটি অভিজাত এলাকা। অত্র এলাকার জনসংখ্যা উত্তরোত্তর বহুলাংশে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবনের পশ্চিম পার্শ্বে মনোরম পরিবেশে রামপুরা একরামুন্নেছা উচ্চ বালক বিদ্যালয়টি অবস্থিত। কাকরাইলস্থ খুলনা হাউজের মালিক জনাব মজহারুল হক তার জান্নাতবাসিনী মাতা ফজিলা একরামুন্নেছার নামে নিজ অর্থে ১৯৬৫ সালে রামপুরা একরামুন্নেছা উচ্চ বালক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টির জন্মলগ্ন হতে তিনি এর পৃষ্ঠপোষকতা করে আসছেন।

বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং তদানীন্তন প্রেসিডেন্টের অনুদানে দু'টি পাকা ভবন, তন্মধ্যে একটি ত্রিতল ভবন ও দু'টি বিরাট টিনের ঘর নির্মিত হয়। অত্র বিদ্যালয় সংলগ্ন মসজিদ নির্মাণকল্পে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে ৪৫ হাজার টাকা দান করেছেন। বিদ্যালয়ের জন্য তিনি তিন বিঘা জমিও দান করেছেন। বর্তমানে এ বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ২ হাজার এবং শিক্ষকসংখ্যা ৪০। উল্লেখ্য যে, বিদ্যালয়টি প্রথম শ্রেণী হতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক। ১৯৮৮ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ১০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪ জন "স্টার মার্ক"-সহ ৩৬ জন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। ১৯৮৯ সালে অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ১২০ জনের উপরে। অত্র বিদ্যালয়ের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার অন্যান্য এলাকার যোগাযোগ অত্যন্ত নিবিড়। অত্র বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিক ভিআইপি রোডটি মৌচাক হতে নতুন এয়ারপোর্টের দিকে চলে গেছে। অন্য শাখাটি বাড্ডা হয়ে অত্যাধুনিক আবাসিক এলাকা গুলশানের দিকে চলে গেছে। অত্র বিদ্যালয়ে যাতায়াত ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নতমানের বিধায় দূর-দূরান্ত হতে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। ছাত্রদের খেলাধুলার জন্য বিদ্যালয়টির সম্মুখে একটি সুন্দর মাঠ আছে। বিদ্যালয়টি সুদক্ষ কার্যনির্বাহী পরিষদ দ্বারা সুন্দরভাবে পরিচালিত। গুলশান মেট্রোপলিটন থানাধীন কোন সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই। যদিও উক্ত এলাকা রাজধানী ঢাকা কর্পোরেশনের সবচেয়ে অভিজাত এলাকা হিসেবে পরিচিত এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন ভবন থাকায় দেশী-বিদেশী অভ্যাগতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, বিদ্যালয়টি মনোরম পরিবেশে এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী কর্তৃক পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও এটি সরকারীকরণের কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। অধিকন্তু বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়াস চালানো হলেও সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে আসছেন।

বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণের লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করা হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, রামপুরা একরামুন্নেছা উচ্চ বালক বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণের সমস্ত শর্তাবলী ও উপকরণাদি বিরাজমান আছে। সুতরাং মেট্রোপলিটন ঢাকা কর্পোরেশনের গুলশান থানাধীন রামপুরা একরামুন্নেছা উচ্চ বালক বিদ্যালয়টিকে সরকারীকরণ করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—ফজলুল জামিল